

হাউ টু বি অ্যা সাকসেসফুল টিচার এন্ড প্যারেন্ট?

**সফল শিক্ষক
ও অভিভাবক
হবেন কীভাবে?**

হাউ টু বি অ্যা সাকসেসফুল টিচার এন্ড প্যারেন্ট?

সফল শিক্ষক ও অভিভাবক হবেন কীভাবে?

রায়হানুল কাবির

আন্তর্জাতিক সার্টিফাইড প্যারেন্টিং কোচ
শিক্ষক প্রশিক্ষক

ফাউন্টেন

পা ব লি কেশ ল

শিক্ষক শুধু শব্দ আর বাক্য শেখানোর কারিগর নন; তিনি তাঁর ছাত্রের চিন্তাজগতের পরিসর তৈরি করেন। তিনি সুচিন্তার সংগঠক, স্বপ্ন বুননের পথপ্রদর্শক, নিজ পরিচয়ের পরিচায়ক, সুলভে নববির ধারক-বাহক এবং জীবন-জগতের চলমান দর্পণ।

—রায়হানুল কাবির

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা.....	১৯
ভূমিকা	২২
পার্ট-১ : শুরু হোক প্রস্তুতি দিয়ে	
প্রস্তুতি অধ্যায়.....	৩০
প্রশিক্ষণ আর বই, আপনার কাজের সহি.....	৩১
কর্মজীবনের লক্ষ্য.....	৩৬
আপনার কর্ম আপনার আইডেন্টিটি.....	৩৮
কর্মজীবনের লক্ষ্য নির্ধারণের সহজ সূত্র	৩৯
পেছনে তাকাবেন না; এগিয়ে যান.....	৪২
পরিকল্পনা : সাফল্যের প্রথম সিঁড়ি.....	৪২
পরিকল্পনার গুরুত্ব	৪৩
যেভাবে পরিকল্পনা করবেন.....	৪৩
মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা :	৪৪
দুজন শিক্ষকের গল্প	৪৫
আত্মবিশ্বাস : পাওয়ার অফ সেলফ-বিলিফ.....	৪৭
আত্মবিশ্বাসী প্রজন্ম গড়তে	৪৭
ভরসা কেবল আল্লাহর ওপর	৪৮
পেশার পরিচয়.....	৪৯
শ্রেষ্ঠ পেশায় আপনাকে স্বাগতম.....	৫০
শিক্ষকতা পেশার গুরুত্ব	৫২

পার্ট-২ : শিক্ষক-শ্রেষ্ঠ পেশার শিল্পী

শিক্ষক জীবন্ত পাঠ্যবই.....	৫৪
শিক্ষক কি শুধু পড়ান	৫৪
শিক্ষকের কাজ কী	৫৪
শিক্ষকের ভূমিকা.....	৫৪
আপনার ছাত্র আপনার ফলোয়ার	৫৫
আদর্শ শিক্ষক	৫৭
আদর্শ শিক্ষকের কী-নোট	৬০
ক্লাসে ঘৃণা তৈরি করবেন না	৬১
শেখার প্রতি আগ্রহ তৈরি	৬২
ভুল করলেও নিরুৎসাহিত করবেন না	৬২
মূল্যায়নে মানবিক হওয়া.....	৬৩
এই ছেলেটি নিরাশ করবে না.....	৬৪
ফেল নয় সুযোগ দিন	৬৪
স্বপ্ন দেখুন, স্বপ্ন দেখান.....	৬৫
স্বপ্ন দেখার গুরুত্ব.....	৬৬
পরিকল্পনা চিত্রায়ণ ও বাস্তবায়ন	৬৭
যোগ্যতা ও দক্ষতা : সফলতার জ্বালানি	৬৮
জ্ঞান.....	৬৮
যোগ্যতা কাকে বলে.....	৬৮
দক্ষতা কাকে বলে	৬৯
শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মুহাম্মাদ সা. অনন্ত অনুপ্রেরণা	৬৯
শিক্ষক ও কারিগর	৭২

ভুল শেখাবেন না	৭৪
চাকরি নয় খেদমত	৭৫
গোল্ডেন টাইম	৭৭

পার্ট-৩ : যোগাযোগের জাদু

যোগাযোগ অধ্যায়	৮০
শিশুরা কেন বিপথগামী	৮০
যোগাযোগ সম্পর্কের প্রাণ	৮১
আই কন্ট্যাক্ট	৮১
যে কথা হৃদয় স্পর্শ করে	৮৫
আস্থার হাসি	৮৮
মহামতি একটি পলক	৮৯
তাকে আগলে রাখুন	৯০
ইলহাম ও তরঙ্গবিহীন যোগাযোগ	৯৩
ইলহাম : মন থেকে মনের পথে	৯৩
হাদিস ও আধ্যাত্মিক বাস্তবতা	৯৪
একজন শিক্ষকের জন্য বার্তা	৯৪
যোগাযোগ দক্ষতাই সফলতা	৯৬
যোগাযোগ দক্ষতার গুরুত্ব	৯৬
কার্যকর যোগাযোগের উপাদান	৯৬
কার্যকর যোগাযোগের টিপস	৯৭
কার্যকর যোগাযোগে করণীয়	৯৮
যোগাযোগ ও মুচকি হাসি	৯৯
মানব মন	১০০

কথা বলুন মন বুঝে..... ১০২

যোগাযোগ যখন মন থেকে মনে ১০৪

পার্ট-৪ : শিশুর জগতে প্রবেশ

শিশু অধ্যায়..... ১০৬

যোগাযোগ যখন শিশুর সঙ্গে..... ১০৬

শিশুর আবেগকে শ্রদ্ধা ১০৮

শিশুদের আবেগ প্রকাশ ও গুরুত্ব ১০৯

প্রশংসা করুন..... ১১১

কার্যকর প্রশংসার উপকারিতা..... ১১১

পছন্দের যত্ন নিন ১১২

কৌশলগত প্রয়োগ..... ১১২

যদি চান শিশুরা কথা শুনুক... ১১৪

শিশু আপনার আয়না ১১৫

বন্ধ মনের দরজা খুলুন..... ১১৬

মনের বন্ধ দরজা ১১৭

ইতিবাচক ও সহানুভূতিশীল পদ্ধতি..... ১১৮

সম্পর্কের বন্ধন ১১৮

খোলা দরজায় টোকা ১২১

শিশুর খোলা দরজা ১২৩

এই নিন চাবি..... ১২৪

কীভাবে প্রশংসা করবেন..... ১২৪

মনের দরজা খোলার প্রভাব..... ১২৪

শিশুদের ক্ষেত্রে প্রশংসার গুরুত্ব..... ১২৫

একটু ভাবুন শিশুর মতো ১২৫

মন বোঝার উপায়	১২৬
ভাষার ব্যবহার	১২৬
শিশুরা যেভাবে শিখতে পছন্দ করে.....	১২৮
শিশুরা বেশি শেখে ভুল করতে করতে	১২৮
প্রশ্নে প্রশ্নে শিশুর শেখা	১৩১
ভাষা	১৩৩
ক্লাসে ভাষা.....	১৩৩
ভাষা মেরামত	১৩৪
শিশুদের মানসিক সুরক্ষা ও ভালোবাসা.....	১৩৫
এক খণ্ড কাঠের গল্প	১৩৬
শিশু, শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	১৩৭
শিশু	১৩৮
শিক্ষা.....	১৩৯
শিক্ষক	১৪০
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	১৪১
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্তর	১৪১

পার্ট-৫ : বাস্তবায়ন কৌশল

বাস্তবায়ন অধ্যায়	১৪৪
বাস্তবায়ন	১৪৫
বিশুদ্ধ উচ্চারণ.....	১৪৬
ভাষা শুদ্ধতার গুরুত্ব.....	১৪৭
ছাত্রদের বোঝার ক্ষমতা এবং শ্রেণিবিন্যাস	১৪৮
পাঠ পরিকল্পনা তৈরির প্রাক-প্রস্তুতি.....	১৪৯

Learning Theories Explained : A Scientific Approach

শিখনতত্ত্ব ব্যাখ্যা : বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি..... ১৫০

বি.এফ স্ক্যানারের অপারেট কন্ডিশনিং থিওরি.....১৫১

জ্যাঁ পিয়াজের মানসিক বিকাশ তত্ত্ব..... ১৫৩

বহুমুখী বুদ্ধিমত্তার তত্ত্ব..... ১৫৪

Historical Theories of Learning (শেখার ঐতিহাসিক তত্ত্বসমূহ)
..... ১৫৭

শিশুদের যৌথ পাঠ..... ১৫৯

শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা..... ১৬০

শ্রেণিকক্ষের আধুনিক আসন বিন্যাস.....১৬২

নতুনত্ব আনুন বসার মধ্যে..... ১৬২

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আস্থার সম্পর্ক..... ১৬৬

পোশাক..... ১৬৭

আবাসিক প্রতিষ্ঠানের পোশাক ও চুলের ডিজাইন..... ১৬৮

পাঠ-পরিকল্পনা..... ১৬৯

পাঠ-পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য..... ১৬৯

ছোটো ধাপে শেখানো..... ১৭০

কী-নোটস ও ডেইলি লেসন প্ল্যান সংরক্ষণ..... ১৭২

শিশু শিক্ষাদানের নীতি ও পদ্ধতি..... ১৭৩

কী পড়াব..... ১৭৩

কাকে পড়াব..... ১৭৪

কীভাবে পড়াব..... ১৭৪

উদাহরণস্বরূপ..... ১৭৪

কতটুকু পড়াব..... ১৭৫

এবার চলুন ক্লাসে যাই..... ১৮৫

ক্লাসের পূর্বপ্রস্তুতি..... ১৮৫

আনন্দের মাধ্যমে ক্লাস শুরুর উপায়..... ১৮৬

সালাম ও সম্ভাষণ	১৮৬
ইন্টারঅ্যাক্টিভ গেম বা অংশগ্রহণমূলক খেলা	১৮৮
শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ	১৮৮
মনকে স্থির করণ	১৮৯
প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি	১৮৯
আশ্চর্যবোধক শব্দের ব্যবহার	১৮৯
প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ	১৯০
সহজ ও পরিচিত প্রশ্ন	১৯০
গান বা ছড়া	১৯০
চিত্র বা ছবি	১৯১

ভুল নয়, শুদ্ধ শেখান.....১৯১

ঘটনা এক : উচ্চারণের ভুল	১৯১
ঘটনা দুই : লেখার ভুল	১৯২
শিক্ষকদের জন্য করণীয়	১৯২

পাঠদান পদ্ধতি.....১৯২

সনাতন পাঠদান পদ্ধতি	১৯৩
বৈশিষ্ট্য	১৯৩
সুবিধা	১৯৩
অসুবিধা	১৯৩
আধুনিক পদ্ধতি	১৯৪
সুবিধা	১৯৪
অসুবিধা	১৯৪
আধুনিক ও সনাতন পদ্ধতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ	১৯৫

নববি পাঠদান পদ্ধতি..... ১৯৬

বৈচিত্র্যময় শ্রেণিকক্ষ	১৯৬
স্পষ্টতা ও সহজবোধ্যতা	১৯৬
স্পষ্ট ও ধীরস্থির উপস্থাপন	১৯৭
শিক্ষার সাথে বিনোদন	১৯৭

১৪ ♦ সফল শিক্ষক ও অভিভাবক হবেন কীভাবে

আন্তরিকতা ও এর প্রভাব	১৯৭
পাঠ সহজীকরণ	১৯৮
আনন্দের মাধ্যমে পাঠদান পদ্ধতি	২০০
খেলাচ্ছলে শিক্ষাদান	২০১
শিক্ষাকে আনন্দময় করার কৌশল	২০১
পাঠ কখনোই বিরক্তিকর হওয়া উচিত নয়	২০৩
ক্লাসে শান্ত থাকুন এবং রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন	২০৪
শান্ত থাকার কিছু কৌশল	২০৪
শাসন না, সংশোধন	২০৭
শাসনের উদ্দেশ্য এবং সঠিক পদ্ধতি	২০৭
প্রহারবিহীন পাঠদানের কৌশল	২১০
ডু অ্যাকশন বাট ডোন্ট রিঅ্যাকশন	২১২
শৃঙ্খলা ও সফলতা	২১৩
ক্লাসের পড়া আদায়ে একটি বাস্তব পর্যবেক্ষণ	২১৪
নো-ট্যাগ	২১৬
নেতিবাচক ট্যাগের প্রভাব	২১৭
ক্লাসে শৃঙ্খলা ও শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখার কৌশল	২১৭
বাড়ির কাজ	২১৮
ডায়েরি লেখা	২১৮
ফলাফল মূল্যায়ন	২১৯
রাসূল সা.-এর ক্লাস যেমন ছিল	২২২
শিশুর জন্য দু'আ করুন	২২২
তুলনা না করা	২২৩
শিশুকে তুলনা করা : একটি সতর্কতা	২২৩
তুলনার ক্ষতিকর প্রভাব	২২৩

কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়.....	২২৪
উৎসাহ দিন	২২৪
থমাস আলভা এডিসনের গল্প (১৮৪৭-১৯৩১).....	২২৪
অভিশাপ দেবেন না.....	২২৬
মনোযোগ বাড়ানোর কৌশল.....	২২৭
দান.....	২২৮
ধ্যান.....	২৩০
ধ্যান শুরু করবেন যেভাবে.....	২৩১
ধ্যানের উপকারিতা	২৩২
শিশুর বোঝা কমান	২৩৩
অবাধ্য শিশুকে বাধ্য করার গল্প-১	২৩৪
অবাধ্য শিশুকে বাধ্য করার গল্প-২.....	২৩৬
দুজন মহানুভব শিক্ষকের উদাহরণ	২৩৯
দায়িত্বের খেলা.....	২৪০
দায়িত্বের খেলা-১.....	২৪০
পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন	২৪১
প্রথম দিন	২৪১
দ্বিতীয় দিন	২৪১
তৃতীয় দিন	২৪২
দায়িত্বের খেলা-২.....	২৪২
খেলার উদ্দেশ্য	২৪২
খেলার নিয়মাবলি	২৪২
শিক্ষকদের ভূমিকা	২৪৩
দায়িত্বের বিবরণ	২৪৩
শিক্ষার্থীদের অর্জন	২৪৪

পার্ট-৬ : বিশেষ চ্যালেঞ্জ ও সমাধান

বিশেষ চ্যালেঞ্জ ও সমাধান অধ্যায়	২৪৬
অধ্যায় সংক্ষেপ; এই অধ্যায়ে যা শিখবেন	২৪৬
বিশেষ চ্যালেঞ্জ ও সমাধান অধ্যায় স্কুলপ্রীতি ও মাদরাসাভীতি : কারণ ও প্রতিকার	২৪৬
স্কুলপ্রীতি ও মাদরাসাভীতি	২৪৬
কেন এই স্কুলপ্রীতি ও মাদরাসা ভীতি?	২৪৭
মনস্তাত্ত্বিক কারণ	২৪৭
মাদরাসা ভীতি দূর করণে করণীয়	২৪৮
আজ এত বেকার কেন?	২৫০
বেকারত্বের কারণ ও প্রতিকার	২৫০
কাজকে ছোটো মনে করা যাবে না	২৫১
বেকারত্বের প্রতিকার	২৫২
চাই ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা কারিকুলাম	২৫৩
ভারসাম্যপূর্ণ কর্মমুখী শিক্ষা কারিকুলাম	২৫৩
শিক্ষার উদ্দেশ্য স্পষ্টকরণ	২৫৩
প্রাথমিক স্তরে কর্মমুখী শিক্ষা	২৫৩
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে দক্ষতা বৃদ্ধি	২৫৪
উচ্চ শিক্ষায় ভারসাম্যপূর্ণ কারিকুলাম	২৫৪
সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা	২৫৪
কয়েকটি দেশে প্রশিক্ষণের হার	২৫৫
মাদরাসায় প্রশিক্ষণ	২৫৫
শেখা হবে খেলাচ্ছলে, আসবে শিশু দলে দলে	২৫৬

পার্ট-৭

শিক্ষক, পরিচালক ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা

শিক্ষক, পরিচালক ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা অধ্যায়	২৬০
সম্মানিত শিক্ষকগণের প্রতি বিশেষ আরজ... যেকোনো কাজ মনে নিন...২৬১	
সফলতার পথ	২৬১
আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি... ..	২৬২
জমে যান	২৬২
যে সয়ে যায়, সে রয়ে যায়	২৬৩
সম্পর্কের ভাঙাগড়া : সৌজন্যতা ও সচেতনতা.....	২৬৪
সৌজন্যতা ও সুন্দর আচরণ	২৬৪
আলোচনা ও বোঝাপড়া	২৬৪
শুভাকাজক্ষী রেখে যান	২৬৪
মাদরাসা বা স্কুল পরিচালকদের দায়িত্ব : একটি নৈতিক দৃষ্টিকোণ	২৬৫
প্রতিষ্ঠানের মান বাড়াতে করণীয়	২৬৬
ইনস্টিটিউশন ম্যানেজমেন্ট	২৬৮
দূরদর্শিতা নির্মাণের তিনটি স্তম্ভ	২৬৮
প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো	২৬৯
বার্ষিক পরিকল্পনা ও অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার	২৬৯
দৈনিক ও সাপ্তাহিক পরিচালনা পদ্ধতি	২৭০
শিক্ষক, স্টাফ নিয়োগ ও ম্যানেজমেন্ট	২৭০
সঠিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া	২৭০
শিক্ষকের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন	২৭১
শিক্ষক ধরে রাখার কৌশল	২৭২
কঠিন শিক্ষক ব্যবস্থাপনা	২৭২
অভিভাবক ম্যানেজমেন্ট	২৭২

১৮ ♦ সফল শিক্ষক ও অভিভাবক হবেন কীভাবে

অভিভাবকদের সাথে সম্পর্ক নির্মাণ	২৭৩
অভিভাবক যোগাযোগের কার্যকর পদ্ধতি	২৭৩
অভিযোগ ব্যবস্থাপনা	২৭৩
অভিযোগ সমাধানের ৫-ধাপ পদ্ধতি	২৭৩
ভর্তি ম্যানেজমেন্ট, ভর্তি প্রক্রিয়ার পেশাদারি কাঠামো	২৭৪
শিক্ষার্থী সংখ্যা বাড়ানোর কৌশল	২৭৪
ডিজিটাল মার্কেটিং	২৭৫
বেতন কাঠামো ও যথাসময়ে বেতন আদায়	২৭৫
বেতন কাঠামো নির্ধারণ	২৭৫
বেতন আদায়ের ৭-দফা সিস্টেম	২৭৬
মোবাইল ব্যাংকিং ও ডিজিটাল পেমেন্ট	২৭৬
আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও লাভজনক প্রতিষ্ঠান	২৭৬
লাভজনকতার ৫টি মূলনীতি	২৭৭
সংকট ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ	২৭৭
OODA সংকট সিদ্ধান্ত মডেল	২৭৭
সফল পরিচালকের ১০টি বৈশিষ্ট্য	২৭৮
সিস্টেম তৈরি করণ; ব্যক্তিগত নৈতিকতা	২৭৯
সিস্টেম নির্মাণের ৪টি স্তর	২৭৯
তারবিয়ত-ভিত্তিক পরিচালনা	২৭৯
পরামর্শ ও শুরাভিত্তিক সিদ্ধান্ত	২৮০
সাফল্যের রোডম্যাপ	২৮০
একটি সুখবর	২৮১

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের, যিনি মানুষকে কলমের সাহায্যে জ্ঞান দান করেছেন এবং শিক্ষকতাকে নবুওয়াতের ধারার সাথে সম্পর্কিত করে শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, যাঁর সুমহান আদর্শই সকল শিক্ষা ও মূল্যবোধের মূল ভিত্তি।

শিক্ষা ও লালন-পালন—মানবজীবনের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল অধ্যায়। একটি সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও আলোকিত সমাজ গঠনের মূলে থাকেন স্বপ্নদর্শী শিক্ষক এবং সচেতন অভিভাবক। আমাদের আগামী প্রজন্ম কেমন হবে, তা বহুলাংশে নির্ভর করে তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা ও পরিচর্যার ওপর।

শিশু-কিশোরদের কচি মনকে সঠিক পথে পরিচালিত করা এবং তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানো এক মহৎ ও গুরুদায়িত্ব। তবে বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগ ও বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের সন্তানদের সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করা ক্রমাগতই জটিল হয়ে উঠছে। কেবল পুঁথিগত বিদ্যার আলো ছড়িয়ে কিংবা চিরাচরিত শাসনের বৃত্তে আটকে থেকে নতুন প্রজন্মকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়া আজ আর সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন আধুনিক মনস্তত্ত্ব, নৈতিক শিক্ষা ও উদ্ভাবনী কৌশলের এক অপূর্ব মেলবন্ধন।

আজকের আধুনিক যুগের বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের সন্তানদের সঠিক আকিঁদা, উচ্চ নৈতিকতা এবং সময়োপযোগী দক্ষতায় গড়ে তোলা আমাদের ঈমানী ও সামাজিক দায়িত্ব। সংবেদনশীল এই বয়সে তাদের

মেজাজ-মর্জি বুঝে, আধুনিক মানসিক চাপ মোকাবিলা করে এবং দ্বিনি মূল্যবোধ অক্ষুণ্ণ রেখে কীভাবে গাইড করতে হবে—এই বইটিতে সেই বাস্তবভিত্তিক পরামর্শগুলোই নিপুণভাবে তুলে আনা হয়েছে।

মুহতারাম রায়হানুল কবীর তার দেড় যুগেরও বেশি সময় ধরে শিক্ষাঙ্গনে সরাসরি কাজ করার অভিজ্ঞতা, শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা এবং শত শত শিক্ষক-অভিভাবককে প্রশিক্ষিত করার বাস্তব অভিজ্ঞতার সারনির্যাস এই গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থটির অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো—এটি কেবল একটি তাত্ত্বিক বা কৌশলগত আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এখানে আসমানী ওহীর হেদায়েত, শিশু মনস্তত্ত্ব, আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি এবং আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটের এক চমৎকার মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে।

‘সফল শিক্ষক ও অভিভাবক হবেন কীভাবে’ বইটি পাঠ করলে একজন শিক্ষক যেমন তাঁর শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় নতুন নতুন কার্যকর পদ্ধতি খুঁজে পাবেন, তেমনি একজন অভিভাবকও তাঁর সন্তানকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে গড়ে তোলার নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ আবিষ্কার করবেন। শিশুদের চারিত্রিক গঠন, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, মোবাইল বা ডিজিটাল আসক্তি থেকে তাদের দূরে রাখার কৌশল এবং ইতিবাচক প্যারেনটিংয়ের নানা ব্যবহারিক দিক এতে সহজ-সরল ভাষায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ একটি বইয়ের প্রকাশনা আমাদের জন্য কোনো বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ নয়। দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুন দিগন্তে উন্নীত করতে ‘মুয়াল্লিমিন একাডেমি’ বিগত দুই বছর ধরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান পরিচালক ও শিক্ষকদের মানোন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিষয়ক তাদের জনপ্রিয় ৫টি বই প্রকাশ, একাধিক কার্যকর অনলাইন কোর্স পরিচালনা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রায় ২০ হাজারের বেশি মানুষকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত করার চেষ্টা করেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা দেওয়ার যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা মুয়াল্লিমিন একাডেমি

গ্রহণ করেছে, এই বইটি তারই এক বলিষ্ঠ ধারাবাহিকতা। আগামী দিনে এই খেদমতের পরিধি আরও ব্যাপকভাবে বিস্তৃতির লক্ষ্যে আমাদের কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলেছে, ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আমরা অত্যন্ত আনন্দ ও আশা নিয়ে এই সুচিন্তিত বইটি পাঠকদের সমীপে পেশ করছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বইটি কেবল একটি সাধারণ পাঠ্য উপকরণ নয়, বরং প্রতিটি পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য একটি অবশ্যপাঠ্য পথপ্রদর্শক বা গাইডবুক হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই গ্রন্থের সম্মানিত লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশনা কাজের সাথে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সকল মেহনতি মানুষকে উত্তম জাযা দান করেন। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করে সমাজের সর্বস্তরে এর সুফল ছড়িয়ে দিন। আমিন।

বিনীত,

আবদুর রহমান আদ-দাখিল

ডেমরা, ঢাকা



ভূমিকা

রাসূলে আরাবি মুহাম্মাদ সা.-এর ইলমের যে সোনালি ধারা, সেই শিক্ষা আজ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু কি সহজে এসেছে? না। এর পেছনে আছে অসংখ্য ত্যাগ।

মুয়াল্লিম সাহাবায়ে আজমাইন, তাবেইন, তাবে-তাবেইন, আইম্মায়ে মুজতাহিদিন—কত কষ্ট যে তাঁরা সহ্য করেছেন, তা ভাষায় বলা যায় না। তাঁরা নিজেদের আরাম দেখেননি; দেখেছেন উম্মাহর ভবিষ্যৎ।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর কথা ভাবুন। একটি হাদিস কিংবা কোনো মাসয়ালার সামান্য সংশয়। সেটি পরিষ্কার জানার জন্য তিনি কোনো প্রবীণ সাহাবির বাড়ির সামনে গিয়ে বসে থাকতেন; ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কখনো এত দীর্ঘ সময় বসে থাকতেন যে, তাঁর শরীরের ওপর ধুলোর আন্তরণ পড়ে যেত।^১ তবুও উঠতেন না। কারণ, জ্ঞান তাঁর কাছে ছিল আমানত।

সেই তারকাসম মানুষদের কথা মনে হলে বুক ভরে যায়। তাঁদের জান্নাতের মাকাম আরও বুলন্দ হোক, এই দুআ করি।

‘শিক্ষক’ আর ‘অভিভাবক’—এই দুটি শব্দ কানে আসলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক শ্রদ্ধাভাজন অবয়ব। সম্মানের মানুষ।

অভিভাবকের অভিভাবকত্ব আমাদের আগলে রাখে। শিক্ষকের বিদ্যা আমাদের আলোকিত করে। তাঁদের হাত ধরেই আমরা সৃষ্টির সঙ্গে সৃষ্টির পরিচয় পাই। মানুষ হয়ে উঠি। সমাজ সুন্দর হয়। শৃঙ্খলা পায়। দেশ গড়ে ওঠে। শক্ত হয়। সমৃদ্ধ হয়।

প্রতিটি শিশুর আত্মপরিচয় গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে। তার মননও তৈরি হয় সময় নিয়ে। আর এই দুটি কাজেই শিক্ষক আর অভিভাবকের ভূমিকা অপরিসীম।

^১ খায়রুল কুরুন কি দরসগাহে

শিক্ষক শুধু অ আ ক খ শেখানোর মানুষ নন। শুধু শব্দ আর বাক্য গাঁথার কারিগরও নন। তিনি ছাত্রের চিন্তার জগৎ খুলে দেন। ভাবনার পরিসর তৈরি করেন। সুচিন্তার সংগঠক হয়ে ওঠেন। স্বপ্ন দেখান। নিজের পরিচয় বুঝাতে শেখান। সুন্নতে নববির ধারক-বাহক হিসেবে পথ দেখান। জীবন আর জগৎকে বুঝাতে সাহায্য করেন। এক চলমান দর্পণের মতো সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন।

এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে সম্মানিত শিক্ষক ও অভিভাবকমণ্ডলীর বোধের জগতে একটু খোরাক জোগাতেই আমার এই প্রয়াস—‘সফল শিক্ষক ও অভিভাবক হবেন কীভাবে?’

এ বই কোনো গতানুগতিক লেখার সংকলন নয়। হঠাৎ বসে লেখা কিছু কথাও নয়। গত পনেরো বছরের বেশি সময় ধরে জমে থাকা অভিজ্ঞতার নির্যাস এখানে তুলে ধরেছি।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সহকারী শিক্ষক, ভাইস-প্রিন্সিপাল, প্রিন্সিপাল, পরিচালক আর শিক্ষক প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেছি। সেই পথে হাঁটতে গিয়ে কত বাস্তব ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি। কখনো সরাসরি। কখনো পরোক্ষভাবে। সেসব অভিজ্ঞতার সারাংশই এখানে রেখেছি।

শিক্ষকতার মহান পেশায় কী কী সমস্যা আছে। কোথায় সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। সোনামণিদের মন কীভাবে বুঝতে হয়। অবাধ্য শিশুকে কীভাবে সামলাতে হয়। তাদের দুইটি। হঠাৎ মুগ্ধ করা হাসি। বুকের ভেতর চেপে রাখা কষ্ট। মন ছুঁয়ে যাওয়া কথামালা। আর প্রয়োজনীয় করণীয়—সবকিছুরই লিখিত রূপ এই বই।

এগুলো শুধু পাতার তাত্ত্বিক আলোচনা নয়। বাস্তব ঘটনার আলোকে বিশ্লেষণ আছে। আলোচনা আছে। ব্যবহারিক দিকও আছে।

অনেক বছর ধরে আমি শিক্ষক প্রশিক্ষণের সঙ্গে জড়িত। তাই শিক্ষাদানের আধুনিক কলাকৌশল নিয়ে গবেষণা করতে হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হয়েছে।

এই বইয়ে যে তত্ত্ব বা সূত্রগুলো আছে, তার বেশির ভাগই শিক্ষকদের মাধ্যমে ছাত্রদের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে। আমার কাছে যারা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, তারা সেগুলো কাজে লাগিয়েছেন। ফলও পেয়েছেন আশানুরূপ।

তাই এ বইয়ের তথ্য, তত্ত্ব আর সূত্রগুলো যে কার্যকর, এ কথা আমি দৃঢ়ভাবেই বলতে পারি।

শিশু হোক কিংবা যেকোনো মানুষ, তাকে ঠিকভাবে পথ দেখাতে হলে আগে তাকে বুঝাতে হবে। তার ভেতরের মানুষটাকে চিনতে হবে। সে কী পছন্দ করে, কী অপছন্দ করে। তার চাহিদা কী। কোথায় সে খুশি হয়, কোথায় কষ্ট পায়। এগুলো না জেনে কাউকে গাইড করা যায় না।

শুধু বোঝা হলেই হবে না। লক্ষ্য ঠিক করতে হবে। পরিষ্কার লক্ষ্য। তারপর পরিকল্পনা করতে হবে। আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। সঠিক পদ্ধতিতে। ঠিক সময়ে। এজন্য দক্ষতা লাগে। কৌশল লাগে।

সফল শিক্ষক ও অভিভাবক হবেন কীভাবে? বইটিতে আমি এই চ্যালেঞ্জিং সময়ে একজন শিক্ষকের যে গুণগুলো থাকা জরুরি এবং অভিভাবকের যে বিষয় গুলো জানা একান্ত প্রয়োজন সেগুলো তুলে ধরেছি।

সবার আগে লক্ষ্য নির্ধারণ। নিজের জীবনের লক্ষ্য। আর ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের লক্ষ্য। লক্ষ্য পরিষ্কার না হলে পথও পরিষ্কার হয় না।

এরপর আছে শিশুকে চেনা। তার মন পড়তে শেখা। শিশুর সঙ্গে কথা বলার সঠিক পদ্ধতি। কীভাবে তাকে বোঝাতে হয়। কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

আছে পড়ানোর আধুনিক কলাকৌশল। ‘কমিউনিকেশন টু চাইল্ড’—শিশুর ভাষায় কথা বলা। আই কন্সট্যান্টের গুরুত্ব। চোখে চোখ রেখে বিশ্বাস তৈরি করা।

মনের নিয়ন্ত্রণ। মনকে স্থির রাখা। মন নিয়ন্ত্রণের কৌশল। শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা। একটি ক্লাস কীভাবে সামলাতে হয়।

একজন শিক্ষক ও অভিভাবকের প্রয়োজনীয় প্রায় সব দিকই এখানে জায়গা পেয়েছে। কুরআন ও হাদিসের আলো আছে, মনোবিজ্ঞান আছে, বিজ্ঞান আছে। আছে বাস্তবতার মাটিতে পরীক্ষিত মৌলিক সূত্রের সমাবেশ। রেফারেন্সসহ আলোচনা করেছি। শিশু প্রতিপালনে মন নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গবেষণালব্ধ তথ্য তুলে ধরেছি। সঙ্গে আছে বাস্তব কৌশল।

অবুঝ শিশুকে কীভাবে বোঝাতে হয়? অশান্ত শিশুকে কীভাবে শান্ত করতে হয়? অবাধ্য শিশুকে কীভাবে সঠিক পথে আনতে হয়?

একজন শিশুকে তার স্ববোধের জগতে তুলে আনার কিছু কার্যকর পন্থা এখানে সাজিয়েছি।

ধর্মীয় মূল্যবোধ জাহত করতে হলে শুধু আদেশ-নিষেধে কাজ হয় না। নীতি-নৈতিকতার পথে চালাতে গেলে ধৈর্য লাগে, কৌশল লাগে। বাস্তবতার আলোকে দেখতে হয়, কোন পথে হাঁটলে সফল হওয়া যাবে। কোন উপায়ে বন্ধ মনের দরজা খুলবে। কীভাবে আঁধার ঘরে আলো জ্বালানো যায়। এসব বিষয় বিস্তারিত বলার চেষ্টা করেছি।

শিশুকে সঠিকভাবে গাইড করতে চাইলে, তাকে পড়ায় মনোযোগী করতে চাইলে কিংবা নিজের দেখানো পথে আনতে চাইলে সবার আগে তার মন পড়তে শিখতে হবে। মন না পড়ে জোর করে কিছু হয় না। শাসন করে সাময়িক চুপ করানো যায়; কিন্তু তার মন জয় করা যায় না।

তাই শিশুকে পড়াতে চাইলে, তাকে গড়ে তুলতে চাইলে তার মতো করে কথা বলুন। তার ভাষায় বলুন। তার মন পড়ুন। আপনজন হয়ে তার মনের ঘরে ঢুকুন। তার অন্ধকারে জ্ঞানের আলো জ্বালান। ধীরে ধীরে তাকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলুন।

সেই সুন্দর চিত্তের, আলোকিত মানুষ গড়ার কিছু পরীক্ষিত সংজ্ঞা ও পথনির্দেশ পাবেন এই বইতে, ইনশাআল্লাহ।

এখনকার দুনিয়ায় সফল হতে চাইলে যোগাযোগে দক্ষ হতে হয়। কথা বলতে জানতে হয়। বুঝিয়ে বলতে জানতে হয়। শুনতেও জানতে হয়।

তাই একজন শিক্ষক সফল হতে চাইলে তাঁকে যোগাযোগে পারদর্শী হতেই হবে। সঙ্গে থাকতে হবে সমৃদ্ধ তথ্যভান্ডার। আপডেট থাকতে হবে সময়ের সঙ্গে। নিজের আত্মপরিচয় জানতে হবে। আমি কে? কেন পড়াই? আমার লক্ষ্য কী? সেইসঙ্গে নিত্যনতুন আইডিয়া তৈরি করার দক্ষতাও অর্জন করতে হবে। বইটিতে এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেছি।

আমাদের দেশে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়—স্কুলপ্রীতি, মাদরাসাভীতি। কেন এমন ধারণা তৈরি হয়েছে? এর পেছনের কারণ কী? এর প্রতিকার কী হতে পারে?

এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। পাশাপাশি স্কুল ও মাদরাসার কিছু পরিসংখ্যানও তুলে ধরেছি। যাতে বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবা যায়। মাদরাসা সম্পর্কে ইতিবাচক ও বাস্তবভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়।

২০১৭ সাল থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কয়েক শত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কয়েক হাজার শিক্ষককে সরাসরি প্রশিক্ষণ দেওয়ার সুযোগ হয়েছে। এ সময়ে অসংখ্য শিক্ষকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক, শ্রেণিকক্ষ, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের নানা বাস্তবতা ও সংকট সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছি।

এই অভিজ্ঞতায় একটি বিষয় গভীরভাবে আমাকে ভাবিয়েছে-দেশের শিক্ষক সমাজের মাঝে অসাধারণ সম্ভাবনা রয়েছে। তবে অনেকেই কর্মব্যস্ততা, পারিবারিক চাপ কিংবা পেশাগত চ্যালেঞ্জের কারণে নিজেদের লক্ষ্য ও স্বপ্নকে নতুন করে ভাবার সুযোগ পান না। প্রায় প্রতিটি প্রশিক্ষণে আমি জানতে চেয়েছি, ‘আপনার জীবনের লক্ষ্য কী?’ অনেকেই আন্তরিকভাবে উত্তর দিয়েছেন, কিন্তু স্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণের জায়গায় দ্বিধা, অনিশ্চয়তা বা অপ্রত্তুতি চোখে পড়েছে।

আমি এতে শিক্ষকদের সীমাবদ্ধতার চেয়ে আমাদের সামগ্রিক শিক্ষা-বাস্তবতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত দেখি। কারণ একজন শিক্ষক কেবল পাঠদান করেন না; তিনি শিক্ষার্থীর স্বপ্ন, চরিত্র ও জীবনের দিগ্নির্দেশনা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাই শিক্ষকের নিজের জীবনবোধ, লক্ষ্য ও আত্মগঠনও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

সফল শিক্ষক ও অভিভাবক হবেন কীভাবে বইটি শুধু পাঠদানের কৌশল নিয়ে নয়; বরং একজন শিক্ষকের জীবন, লক্ষ্য, মানসিকতা ও আত্মউন্নয়নের পথনির্দেশনা দেওয়ার বিনীত প্রয়াস। ইনশাআল্লাহ, এটি শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস, আত্মসচেতনতা ও মহৎ লক্ষ্য গঠনে সহায়ক হবে। একজন দক্ষ শিক্ষক যেমন একটি শ্রেণিকক্ষকে বদলে দিতে পারেন, তেমনই একজন দক্ষ পরিচালক একটি পুরো প্রতিষ্ঠানকে সফলতার শিখরে পৌঁছে দিতে পারেন। এই বইয়ে শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনার পাশাপাশি সংযুক্ত করা হয়েছে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কিছু বাস্তবধর্মী ও পরীক্ষিত কৌশল। নেতৃত্ব, স্টাফ ম্যানেজমেন্ট, শৃঙ্খলা ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পরিচালকদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী হবে। আশা করি, এই সংযোজন আপনার প্রতিষ্ঠানকে আরও সুসংগঠিত, কার্যকর ও সফল করে তুলতে সহায়তা করবে ইনশাআল্লাহ।

এই বই লেখার পথে অনেকেই পাশে ছিলেন। নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। যিনি যেভাবে যতটুকু করেছেন, সবার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। মহান রব্বের কাবার দরবারে তাঁদের জন্য উভয় জাহানের কল্যাণ কামনা করছি।

কয়েকজনের নাম আলাদা করে না বললেই নয়।

ড. মাওলানা আবুল হাসানাত মারুফ বিল্লাহ। তিনি আমাকে হাতেকলমে শিখিয়েছেন। প্রশিক্ষক হওয়ার পথ সহজ করে দিয়েছেন। ইউসুফ ইফতি স্যার। একজন অসাধারণ মাস্টার ট্রেনার। তাঁর কাছ থেকেও অনেক কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছি।

মিরাজ রহমান স্যার। আমার দেখা সেরা বইবোদ্ধাদের একজন। তাঁর পরামর্শে বইটিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তন ও সংযোজন এসেছে। সেগুলো বইটিকে আলাদা একটা রূপ দিয়েছে।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সুলেখক নেসার আতিক স্যার। তাঁর লেখা গুড প্যারেন্টিং বই আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। ভাবনার নতুন দরজা খুলে দিয়েছে।

গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পড়ে শরয়ী সম্পাদনা করে দিয়েছেন বিদগ্ধ আলেম, বিশিষ্ট লেখক, সম্পাদক, বিজ্ঞ প্রশিক্ষক অধ্যাপক মুফতী শাদিখ মুহাম্মাদ উছমান গনী। তাঁর প্রতি রাইলো অনন্ত কৃতজ্ঞতা ও অবিরাম শুভ কামনা।

বইটির নামকরণে সহযোগিতা করেছেন প্রিয় ভাই মুফতি আফজাল হুসাইন। তিনি সত্যিই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। আরও একজনের কথা না বললে অবিচার হবে। যিনি আমার জীবন আর লেখালিখির পথে সব সময় পাশে আছেন। আমার সহধর্মিণী মিসেস সাবিনা রায়হান। তাঁর অবদান অসামান্য।

ছোটো ভাই মাহবুব রাস্তিনের প্রতিও কৃতজ্ঞতা। তার সহযোগিতা আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

বইটি বাস্তবতার আলোকে লেখা। তবে তথ্য-উপাত্ত যেন মহাপবিত্র আল কুরআন, হাদিস, বিজ্ঞান আর মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে, সে চেষ্টা করেছি। মধুমক্ষীর মতো অসংখ্য বই থেকে নির্যাস নিয়েছি। যেখান থেকে নিয়েছি, সেখানে ক্রেডিট-সূত্রও দিয়েছি।

সেসব মহামানবদের জন্যও রব্বের কাবার কাছে রহমত আর বরকত কামনা করি।

২৮ ♦ সফল শিক্ষক ও অভিভাবক হবেন কীভাবে

সবশেষে দেশের সর্বস্তরের শিক্ষক মহোদয়দের কথা মনে পড়ে। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে হাজারো শিশু জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়েছে, হচ্ছে। তাঁদের জন্যও রব্বুল আলামিনের কাছে উভয় জাহানের কল্যাণ চাই।

বইটি নির্ভুল করার জন্য সাধের সবটুকু চেষ্টা করেছি। তবুও কোনো তথ্যগত ভুল বা অন্য কোনো ত্রুটি চোখে পড়লে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

আশা করি, বইটি সম্মানিত শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় দিগ্নির্দেশনা দেবে। এ প্রত্যশায় মহান রব্বুল আলামিনের কাছে দুআ করি।
আল্লাহুম্মা আমিন!

রায়হানুল কাবির

মা ভিলা, গোয়াল পাড়া, জগদল বাজার পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়

১১ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

৮ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

২২ মার্চ, ২০২৪ ঈসায়ি



পার্ট-১ : শুরু হোক প্রস্তুতি দিয়ে

প্রস্তুতি অধ্যায়

এই অধ্যায়ে আপনি কী শিখবেন, সেটাই আগে বলি।

অধ্যায়ের সারকথা একটাই—প্রস্তুতি। শিক্ষাবিজ্ঞানের আলোকে একজন সফল শিক্ষক হওয়ার প্রথম শর্ত হলো বিশুদ্ধ নিয়ত। তারপর সঠিক পরিকল্পনা। আর দরকার আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়া।

প্রস্তুতি শুধু বই পড়ে নয়। আত্মিক প্রস্তুতি, মানসিক প্রস্তুতি, পেশাগত প্রস্তুতি, নৈতিক প্রস্তুতি—সব মিলেই একজন শিক্ষক তৈরি হন। এই অধ্যায় আপনাকে এমন এক পথের দিকে নিয়ে যাবে, যেখানে আপনি শুধু পড়াবেন না। শুধু দেখভালও করবেন না; বরং নেতৃত্ব দেবেন, অনুপ্রেরণা জোগাবেন এবং ভবিষ্যৎ গড়ার কাজে নিজেকে যুক্ত করবেন।

এটা বইয়ের শুরু। কিন্তু একে হালকা শুরুর কথা ভাবার সুযোগ নেই। এটা মূলত ভিত্তি; একজন শিক্ষকের প্রস্তুতির ভিত্তিপ্রস্তর।

শুরুতেই বলা হয়েছে, কেন এই বইটি সবার জন্য জরুরি। কেন এটি সবার জন্য প্রয়োজনীয়।

একজন শিক্ষক শিশুর জীবনের গাইড, পথপ্রদর্শক। এখন ভাবুন, যদি সেই গাইড নিজেই প্রস্তুত না থাকেন, তবে তিনি কীভাবে সঠিক পথ দেখাবেন? এখানেই প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেন প্রশিক্ষণ দরকার। কীভাবে তা একজন শিক্ষককে বদলে দেয়, তা তুলে ধরা হয়েছে।

‘প্রস্তুতি’ অধ্যায়টি আপনার চিন্তাকে নাড়া দেবে। মননকে নতুন পথে নিয়ে যাবে। এখানে সফল শিক্ষক হওয়া কোনো কাল্পনিক বিষয় নয়। এটা একটি সচেতন যাত্রা, পরিকল্পিত পথচলা এবং মূল্যভিত্তিক অঙ্গীকার। যারা এই অধ্যায়কে হৃদয়ে ধারণ করবেন, তাঁরাই হবেন ভবিষ্যৎ নির্মাতাদের নির্মাতা।

প্রশিক্ষণ আর বই, আপনার কাজের সহ

একজন শিক্ষকের আসল পরিচয় বোঝা যায় কবে? তখনই, যখন তিনি নিজেকে থামিয়ে রাখেন না। নিয়মিত শেখেন, প্রশিক্ষণ নেন। সময়ের সঙ্গে নিজেকে হালনাগাদ করেন। বই পড়েন। ভাবনাকে বড়ো করেন।

প্রশিক্ষণ শেখায়—কীভাবে শেখাতে হবে। বই শেখায়—কী শেখাতে হবে। আর কেন শেখাতে হবে। এই দুই সঙ্গী ছাড়া শিক্ষকতা পূর্ণ হয় না।

যেমন : ‘সহ’ মানে অন্তরের বান্ধবী, তেমনই শিক্ষক-জীবনে প্রশিক্ষণ আর বই হলো সেই অবিচ্ছেদ্য বন্ধু। তারা পথচলাকে সহজ, সমৃদ্ধ ও অর্থবহ করে তোলে।

ভাবুন তো, সেনাসদস্য, বিজিবি, পুলিশ কিংবা আনসার; কেউ কি প্রশিক্ষণ ছাড়া হাতে অস্ত্র নেয়? না। আগে প্রশিক্ষণ। তারপর নির্ধারিত পোশাক। অতঃপর অস্ত্র।

একজন সাধারণ মানুষ তিন ঘোড়া পিস্তল দেখলে ভয় পায়। মনে প্রশ্ন জাগে। কিন্তু একই অস্ত্র যখন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ বা আর্মির হাতে দেখি, তখন কি সেই ভয় কাজ করে? না, করে না। কারণ জানি, সে প্রশিক্ষিত।

প্রশিক্ষণ ছাড়া কোনো বাহিনীর সদস্যের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয় না। প্রশিক্ষণ ছাড়া কেউ কি বিমানের পাইলটের আসনে বসে? ড্রাইভিং না জেনে কি গাড়ি চালানো যায়? এমনকি একটা সাধারণ সাইকেলও কি শেখা ছাড়া চালানো সম্ভব? না, সম্ভব নয়।

তাহলে বলুন, উপযুক্ত শিক্ষা আর প্রশিক্ষণ ছাড়া একটি মানব শিশুকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা কি খুব সহজ?

উত্তর তো আপনার কাছেই আছে।

শিশুকে ঠিকভাবে পরিচালনা করা; এটা সহজ কাজ নয়। দুরন্ত শিশুকে শান্ত করতে লাগে ধৈর্য। তার মন বুঝতে লাগে সময়। তার ভেতরে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভা খুঁজে বের করতে লাগে চোখ। আর শিশু মননের বিকাশ ঘটাতে লাগে সঠিক পথনির্দেশ।

নিয়ত হোক পরিশুদ্ধ জীবন হবে সমৃদ্ধ

কোনো কাজ শুরু করার আগে নিয়ত ঠিক করা জরুরি। আপনি কেন কাজটা করছেন, কোন উদ্দেশ্যে করছেন, এটা পরিস্কার থাকা দরকার। কারণ, অনেক সময় নিয়তই সাধারণ কাজকে অসাধারণ বানিয়ে দেয়। আবার উলটোটাও হয়। বাহ্যিকভাবে ইবাদত মনে হলেও, নিয়ত ঠিক না থাকলে তা হয়ে যেতে পারে নিছক লৌকিকতা, ভেতর ফাঁকা।

একটা ছোটো উদাহরণ দিই—

করিম সাহেব মিস্ত্রিকে বললেন, জানালা দক্ষিণমুখী করতে। যেন দখিনা হাওয়া আসে।

পাশের বাসার আবদুর রহমান সাহেবও একই কথা বললেন। জানালা দক্ষিণমুখী হোক। তবে তিনি আরেকটা কথা যোগ করলেন। বললেন, এই জানালা দিয়ে ভোরের আজান ঢুকবে। আজান শুনে আমি জেগে উঠব। ফজর আদায় করব। তারপর ভোরের স্নিগ্ধ আলোয় কুরআন তিলাওয়াত করব।

দুজনই দখিনা হাওয়া পাবেন। দুজনই ভোরের আলো পাবেন। কিন্তু নিয়তের কারণে একজন পাবেন শুধু আলো-বাতাস, আরেকজন আলো-বাতাসের সঙ্গে সওয়াবও পেতে থাকবেন যুগের পর যুগ, ইনশাআল্লাহ।

তাই ভাবুন, আপনার পড়া আর পড়ানোর উদ্দেশ্য কী?

নিয়ত আগে পরিস্কার করুন। কারণ শুরুতে যে নিয়ত করবেন, ফলও তেমনই আসবে। নিয়ত হোক পরিশুদ্ধ। জীবন হবে সমৃদ্ধ।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারিমে বলেন—‘যে পরকালীন ফসল চায়, তার ফসল আমি বৃদ্ধি করি। আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে, তাকে দুনিয়া থেকেই সামান্য কিছু দান করি, কিন্তু পরকালে তার জন্য কিছুই থাকবে না।’

বিশুদ্ধ নিয়ত সম্পর্কে হাদিসে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, উমর ইবনে খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি, ‘রাসূল সা. বলেছেন, কাজের ফল নিয়তের ওপর নির্ভর করে। মানুষ তা-ই পায়, যা সে নিয়ত করে।

যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.-এর সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ ও রাসূলের জন্যই গণ্য হবে। আর যে দুনিয়ার স্বার্থে হিজরত করে বা কোনো নারীকে বিয়ে করার নিয়তে যায়, তার হিজরতও সেই দিকেই গণ্য হবে।’

কথাটা খুব সোজা। কাজ এক হতে পারে। কিন্তু নিয়ত আলাদা হলে ফলও আলাদা হবে।

আপনি যাদের পড়াচ্ছেন, তাদের নিয়ত ঠিক করার দিকেও নজর দিন। শুধু বই শেখালেই হবে না। উদ্দেশ্যটাও পরিষ্কার করতে হবে। নিয়ত পরিশুদ্ধ না হলে কোনো আমলই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

এই ইলম, এই বিদ্যা যেন শুধু দুনিয়াতে সফল হওয়ার সিঁড়ি হয়ে না দাঁড়ায়। শুধু ভালো চাকরি, বড়ো বক্তা হওয়া, কিংবা নাম-যশের জন্য না হয়। আমার-আপনার সব কাজ হোক রবের সন্তুষ্টির জন্য। তাহলেই ইনশাআল্লাহ আমরা উভয় জাহানে সফল হতে পারব।

মানবজীবনের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য

মানবজীবনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে রাসূলে আরাবি সা.-এর পথ ও আদর্শ অনুযায়ী আল্লাহ প্রদত্ত জীবনবিধান মেনে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভ করা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

‘আমি জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদত (দাসত্ব) করার জন্য।’

এই দুনিয়ায় আমরা যা করি, সবকিছুই যেন একটা কেন্দ্রে ঘিরে হয়। আমাদের জীবনযাপন, শিক্ষা, মননশীলতা, কথা বলা, আচার-ব্যবহার, ঘুম, স্বপ্ন—সবই যেন এক লক্ষ্যকে সামনে রেখে হয়।

শৈশব থেকে কৈশোর। কৈশোর থেকে যৌবন। জীবনের প্রতিটি ধাপ। প্রতিটি কাজ, সব যেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়। কারণ, আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড়ো, সবচেয়ে কাজিফত লক্ষ্য একটাই। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা।

এই লক্ষ্য থেকে আমরা যেন কখনো সরে না যাই।

আমাদের পড়া হোক তাঁর জন্য। পড়ানো হোক তাঁর জন্য। ছাত্রদের গড়ে তোলা হোক তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। প্রতিটি কার্যক্রম সেই দিকেই পরিচালিত হোক। আমাদের জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্ত। এমনকি ছোটো ছোটো কাজও; সব যেন আল্লাহর পথে হয়। আমরা যেন সব সময় মনে রাখি, আল্লাহর সন্তুষ্টিই আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য চেষ্টা থামানো যাবে না। সচেতন থাকতে হবে। গাফেল হওয়া যাবে না। সব সময় আল্লাহর পথে অটল থাকার চেষ্টা করতে হবে।

কর্মজীবনের লক্ষ্য

আমার প্রশিক্ষণ সেশনে একটা প্রশ্ন প্রায়ই করি—‘আপনার জীবনের লক্ষ্য কী?’

প্রশ্নটি শুনতে সহজ হলেও এর উত্তর অনেকের জন্য সহজ হয় না। অনেকেই এক বাক্যে নিজের লক্ষ্য স্পষ্ট করে বলতে গিয়ে থেমে যান। আবার কেউ কেউ জীবনের সামগ্রিক লক্ষ্য এবং কর্মজীবনের লক্ষ্যকে একসঙ্গে মিলিয়ে ফেলেন। এখানেই বিষয়টি গভীরভাবে ভাবার প্রয়োজন আছে। কারণ একজন মানুষের জীবনের লক্ষ্য যেমন বিস্তৃত, তেমনই তার কর্মজীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত আরও নির্দিষ্ট, বাস্তবভিত্তিক এবং দায়িত্ব সচেতন।

শিক্ষক জাতি গড়ার কারিগর। তাই একজন শিক্ষকের নিজের পেশাগত লক্ষ্য স্পষ্ট হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যখন একজন শিক্ষক জানেন তিনি কেমন শিক্ষক হতে চান, কী মূল্যবোধ ধারণ করতে চান এবং শিক্ষার্থীদের কোথায় পৌঁছে দিতে চান, তখন তাঁর পথচলা হয় আরও সচেতন, সুসংগঠিত ও ফলপ্রসূ। একজন লক্ষ্যসচেতন শিক্ষক শুধু নিজের উন্নয়নের পথই খুঁজে পান না; তিনি তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের সামনেও দিগ্নির্দেশনা মূলক একটি আলোকিত পথ উন্মুক্ত করেন।

আপনিও ছাত্রদের বলুন, গন্তব্য একটু দূরে স্থির করতে। বড়ো স্বপ্ন দেখতে। তারপর সেই লক্ষ্যপানে নিয়মিত কাজ করতে। পড়াশোনা করতে।

কেউ কেউ মাঝপথে হাঁপিয়ে যায়। মন ভেঙে যায়। পথও হারিয়ে ফেলে। তখন তাদের পাশে দাঁড়ান। কাজে লেগে থাকতে উৎসাহ দিন। আর আল্লাহর ওপর ভরসা করতে শেখান। সফলতা তিনিই দেন, ইনশাআল্লাহ।

তাই শিশুদের সুন্দর আর সফল জীবন গড়তে হলে ছোটো বয়সেই তাদের কর্মজীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে সাহায্য করুন।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক আরু আলি হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে আলি ইবনে সিনা (যাকে আমরা ইবনে সিনা নামে চিনি); তার মতে, চৌদ্দ বছরের মধ্যেই একটি শিশুর জীবনের লক্ষ্য ঠিক করে দেওয়া উচিত।

তবে লক্ষ্য ঠিক করতে হবে তার মেধা দেখে, মনন দেখে, কাজের আগ্রহ দেখে। ঝোঁক আর দক্ষতা বুঝে। তারপর সেই অনুযায়ী পরিকল্পিত শিক্ষা দিন। সঠিক কর্মপদ্ধতি শেখান। আর অবিচল থাকার প্রেরণা জোগান। ধীরে ধীরে দেখবেন, সে নিজের পথ চিনে নিয়েছে।

কর্মজীবনের লক্ষ্য ঠিক করা মানে শুধু একটা পেশা বেছে নেওয়া নয়। এটা আসলে আপনার জীবনদর্শনের প্রকাশ। আপনি কেমন মানুষ হতে চান, সেটারই ইঙ্গিত।

লক্ষ্যহীন জীবন কেমন জানেন? মাঝিবিহীন নৌকার মতো; দিক নেই, ভরসা নেই, কূলও নেই। তাই জীবনের প্রতিটি ধাপে লক্ষ্য ঠিক করা দরকার। ছোটো লক্ষ্য। বড়ো লক্ষ্য। ধাপে ধাপে এগোনো।

তবে লক্ষ্য সঠিক হতে হবে। এমন লক্ষ্য, যা আপনাকে প্রতিদিন একটু করে উন্নত করবে। নিজের ভেতরটা গুছিয়ে নেবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে আপনাকে এগিয়ে দেবে।

আপনার কর্ম আপনার আইডেন্টিটি

আপনার কর্মই আপনার আইডেন্টিটি। আপনার কাজ শুধু কাজ নয়; কাজের মাধ্যমেই আপনার পরিচিতি তৈরি হয়। ধরুন, একজন মানুষ কাপড় ধৌত করে,

পেছনে তাকাবেন না; এগিয়ে যান

জীবনে সফল হতে চাইলে সামনে এগোতে হবে। বারবার পেছনে তাকিয়ে সময় নষ্ট করলে চলবে না।

একটা মজার কথা জানেন? হরিণ ঘণ্টায় প্রায় ১০০ থেকে ১১০ কিলোমিটার দৌড়াতে পারে। আর বাঘের গতি ৫৫ থেকে ৬৫ কিলোমিটার। তবুও শেষ পর্যন্ত কে জেতে? বেশির ভাগ সময় বাঘ।

কেন এমন হয়?

কারণ, বাঘের লক্ষ্য একদম স্থির। তার চোখ শিকারের ওপর। এক মুহূর্তের জন্যও সে দৃষ্টি সরায় না। অন্যদিকে হরিণের গতি বেশি হলেও সে বারবার পেছনে তাকায়; ভয় পায়, দৃষ্টি হারায়। এই পেছনে তাকানোই তার পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের জীবনও তেমন। লক্ষ্য স্থির না থাকলে, বারবার সন্দেহ করলে কিংবা পেছনে তাকালে, গতি থাকলেও লাভ হয় না। তাই আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যান। দৃঢ় থাকুন। লক্ষ্য পরিষ্কার রাখুন। সামনে তাকান। দেখবেন, আল্লাহ সাফল্য দান করেছেন। সফল হলে অবশ্যই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবেন। মনে রাখবেন, চেষ্টা আপনার। সফলতা দেন আল্লাহ।

এই পদ্ধতিতেই সন্তান ও ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে সাহায্য করুন। সামনে আগানোর সাহস দিন।

পরিকল্পনা : সাফল্যের প্রথম সিঁড়ি

পরিকল্পনা করে কাজ করাই সফলতার চাবিকাঠি। ছুট করে গুরু করলে অনেক সময়, শ্রম আর টাকা নষ্ট হয়। কিন্তু সঠিক পরিকল্পনা থাকলে কাজ গুছিয়ে এগোয়। লক্ষ্যও পরিষ্কার থাকে। পথও সহজ হয়।